যুগান্তর

JAN 23 2002

গলাচিপার ১১টি কমিউনিটি বিদ্যালয়

ভবন আছে, ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক নেই!

গলাচিপা প্রতিনিধি

ভবন আছে, ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক নেই। এ অবস্থা বিরাজ করছে গলাচিপা উপজেলার ১১টি কমিউনিটি বিদ্যালয়ের সবক'টিতে। শুধু শিক্ষকের অভাবে নির্মাণের পর থেকে অধিকাংশ সময় ধরে এসব বিদ্যালয়ে ঝুলছে তালা। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এ তথ্যের আংশিক সত্যতা স্বীকার করেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ যেসব এলাকায় সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে কোন স্কুল নেই এসব এলাকায় সরকার কমিউনিটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। এ লক্ষ্যে-গলাচিপা উপজেলার চরাঞ্চল এবং প্রত্যন্ত এলাকাসমূহে ১১টি কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। স্কুলগুলো হচ্ছে, উত্তর বোয়ালিয়া, মধ্য চর রুস্তম, পশ্চিম চর কাজল, উত্তর চর লক্ষ্মী বকুলবাড়িয়া, বাঁশবুনিয়া, পূর্ব হরিদেবপুর, উত্তর কানকুনি, উত্তর ছোট বাইশদিয়া, চর বিশ্বাস কবিরাজপাড়া ও সেনের হাওলা।

এসব স্কুলে দু'জন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে। শিক্ষকদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। এদের বেতন প্রতি মাসে ৫শ' টাকা সর্বসাকুল্যে নির্ধারণ করা হয়েছে। নাম প্রকাশে, অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক জানান, প্রতি মাসে ৫শ' টাকা বেতন অথচ তাও ৩ থেকে ৬ মাসের আগে পাওয়া যায় না। তবে এসব শিক্ষকের দায়িত্ব অন্যান্য স্কুলের মতো সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। স্বল্প বেতন ও বেতন সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রতার কারণে এসব স্কুলের শিক্ষকরা বেশিদিন দায়িত্ব পালন করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। কিছু দিন চাকরি করার পর সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। স্থানীয় শিক্ষা অফিসের সূত্রটি জানায়, চরাঞ্চল এলাকায় এমনিতেই যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিতের অভাব। তারপর অনিয়মিত স্বল্প বেতন-ভাতার কারণে কেউ এ পেশায় আসার আগ্রহ প্রকাশ করে না। এসব কারণে কমিউনিটি স্কুলগুলোতে আশানুরূপ ফল মিলছে না। চরলক্ষ্মী কমিউনিটি স্কুল পরিদর্শনে গেলে কথা হয় এলাকার জয়নাল প্যাদা, আলম শিকদার, রাজ্জাক শিকদারসহ কয়েকজন অভিভাবকের সঙ্গে। এদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যানুসারে জানা যায়, দু'বছর ধরে স্কুলে তালা ঝুলছে।

সফটওয়্যারগুলো তৈরি করেছেন মোঃ তৈয়ব আলী। তিনি ইউসুফ আলী ফাউন্ডেশনের গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র বিবম বিস্ময়ের প্রধান প্রোগ্রামার। এখানে প্রত্যেকটি বিষয়ের সিলেবাস টেক্সট বুক বোর্ডের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে আরো বাড়তি কিছু বিষয় যাতে ছেলেমেয়েরা আরো ভালো মানের শিক্ষা পায়।

ইতিমধ্যে ইউসুফ আলী ফাউন্ডেশন গাজীপুরের শিমুলতলীতে এবং ঢাকার উত্তরায় স্কুলের আরো দুটি শাখা খুলেছে।

আনন্দের ২২ টি স্কুল

সারা দেশে এ পর্যন্ত আনন্দ মাল্টিমিডিয়ার মোট ২২টি মাল্টিমিডিয়া স্কুল খোলা হয়েছে এবং সব-জায়গাতেই এর পক্ষে প্রচণ্ড রকমের সাড়া পাওয়া গেছে—জানালেন মোস্তাফা জব্বার। তিনি আরো বললেন, 'এই স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের মান সমুন্নত করার জন্য নিয়োগদানের আগে চার মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে ওয়েবভিত্তিক শিক্ষা, ভার্চুয়াল ক্যাম্পাস এবং ডিজিটাল কনটেন্টসভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রসারণ করবে এ স্কুল।' তিনি জানান, এ স্কুল পরিচালনার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষামূলক দেশী সফটওয়্যারের অভাব। তিনি বলেন, বাইরে থেকে যে সফটওয়্যারগুলো আমদানি করা হয় সেগুলোর মান শিশুদের আকৃষ্ট করার কৌশল, শব্দ, অ্যানিমেশন-সবকিছুই অনেক উন্নত। আমাদের দেশে যে গুটিকয়েক দেশীয় সফটওয়্যার আছে সেগুলো একেবারেই প্রাথমিক স্তরের পড়াশোনার জন্য এবং সেগুলোর মান সন্তোষজনক নয়।

কতটুকু কার্যকর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষক **অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন** এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা অবশ্যই একটা ভালো উদ্যোগ। স্কুল পর্যায় থেকে কম্পিউটারনির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে বাইরের বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ আরো সহজ হবে, ছেলেমেয়েরা বিশ্বমানের পড়ালেখার সুযোগ পাবে এবং দ্রুত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা সংযোজন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশে পুরোপুরি কম্পিউটারনির্ভর শিক্ষা চালু করার পরিবেশ এখনো তৈরি হয়নি এবং শিক্ষানীতিতে এখনো এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান শিক্ষানীতিতে উল্লেখ আছে শিক্ষাকে প্রযুক্তিনির্ভর করা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কম্পিউটার শিক্ষা প্রদান করা।' তিনি অভিমত দেন, 'এই শিক্ষা পদ্ধতি চালু করার আগে গবেষণা করে দেখা উচিত এটা আমাদের দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কতখানি ফলপ্রসূ হবে। কম্পিউটারনির্ভর এই শিক্ষা পদ্ধতি বিস্তারের ফলে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তাক্ষমতা ও সামাজিক আচরণগুলো যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং এর পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা পদ্ধতিও অবশ্যই রাখতে হবে।'